Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

20 October 2023 / 5 Rabi'ul Akhir 1445H

নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাঃ মঙ্গল কাজে অবদান রাখা

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদিগকে সহজ সরল পথে চলার নির্দেশনা দিন এবং আমরা যেন সেই পথ থেকে দূরে না থাকি। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

গত সপ্তাহের খুতবায় আমরা আলোচনা করেছি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শনের গুরুত্ব বিশেষ করে যখন আমাদের জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। আজকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা আমরা গত সপ্তাহের হাদীসের সংগে উল্লেখ করেছিলাম এবং

সেটি হল, যারা ক্ষুধার্ত তাদেরকে খাদ্য দান করা। আমাদের নবীজী(সাঃ)এর একটি হাদীসে এই বিষয়টির কথা বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ

অর্থঃ ***হে মানবসকল, তোমরা চারিদিকে শান্তি প্রচার কর, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, পরিবারের বন্ধন রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমে মগ্ন থাকে তখন ইবাদতে নত থাকো , তবেই তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)***

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান বা তার প্রতি সাহায্যের হার প্রসারিত করার মূল্যবোধটি হল মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রতি মূল্য দেয়ার আরেকটি প্রকাশ যে সম্পর্কটি আমাদের অন্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং চিন্তা থেকে উদ্ভুত। এই মূল্যবোধটি আমাদেরকে অন্যকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয় এবং এটা শেখায় যে এই পৃথিবীতে আমরা যখন একে অপরের সংগে চলি তখন আমাদের উচিত একে অন্যকে সাহায্য করা।

যদিও উল্লেখিত হাদীসটিতে কেবলমাত্র খাবারের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু খাদ্য সাহায্য কেবল একমাত্র সাহায্য নয়। অভাবী মানুষের আরও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের থাকে। এই সমস্ত মৌলিক চাহিদা অনেক সময়েই অন্যের সাহায্য ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

এখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার বান্দা হিসাবে আমাদের অন্যকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার করুণাময় বৈশিষ্টের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ নিহিত থাকে। এবং এভাবেই আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে থাকি।

সুরা বাকারায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١

অর্থঃ ***তোমরা যদি সদকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং তা অভাবী মানুষকে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (সুরা আল বাকারা, আয়াত ২৭১)***

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মানুষ যার অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ আছে তার উচিত অভাবী মানুষকে সাহায্য করা। এই দান প্রকাশ্যে বা গোপনে হতে পারে যদিও গোপনে দান করাটাই সবার জন্য উত্তম। এইভাবে আমাদের দান থেকে অন্য সকলে উপকৃত হতে পারে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা সিংগাপুরীয়ানরা আমাদের দান দাক্ষিণ্য, উদারতা, দয়াশীলতা এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতার জন্য সুপরিচিত। আমাদের এই স্বভাবের জন্য আমাদের খুশী থাকা উচিত এবং আমাদের যে এইসব গুণাবলী আছে তার জন্য আমাদের গর্বিত থাকা উচিত। আর তাহলেই আমরা এই গুণগুলি আরো বেশী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করব।

অভাবী মানুষকে সাহায্য করার এই মন শুধুমাত্র তাদের আশু প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর মধ্যেই আমাদের সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক না। আমাদের উচিত তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন যেমন দারিদ্র বিমোচন, মৌলিক শিক্ষা প্রদান, অসমতা দূরীকরণ, ইত্যাদি কাজগুলিতেও আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়ানো দরকার।

যখন আমরা অন্যের প্রতি যত্ন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করি তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ও আমাদের নিজেদের জীবনের সকল সকল সমস্যা ও পরীক্ষা থেকে সহজে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

বর্তমানে প্যালেস্টাইনে যে নির্মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে তা সত্যি বেদনাদায়ক ও হৃদয়-বিদারক। এখানে প্রতিদিন নিরীহ প্রাণ হারানোর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তি-প্রিয় জনগোষ্ঠী হিসাবে আমরা নিরীহ মানুষের এই রক্তপাতের এবং তাদের প্রতি যে কোন রকমের নিষ্ঠূরতার তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানাই। আমাদের গভীর বিশ্বাস এই চরম সংকট ও দুঃখজনক ঘটনার একটি যথাযথ নিষ্পত্তি ঘটবে।

যে কোন সমস্যা বা সংঘাতের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন এর সমাধানের লক্ষ্য গৃহীত গঠনমূলক পদক্ষেপসমূহ। এটা হতে পারে আমাদের বক্তব্যগুলি প্রকাশ করা, আমাদের নৈতিকতার সৌন্দর্য যেন প্রকাশ পায় আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি কথায়। মনে রাখবেন আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ আমাদের ভেতরটাকে উন্মোচিত করে। একজন মুসলমান এমন কোন কথা উচ্চারণ করবে না যা তাদের অন্তরকে কলুষিত করবে এবং যা অন্যের প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতার সৃষ্টি করবে।

সম্মানিত মুসলমান বন্ধুরা,

যে কোনরকম সংকট নিষ্পত্তিকালে আপনারা মনে রাখবেন যে, ইসলাম সর্বদা শান্তি এবং সম্প্রীতিকে প্রাধান্য দেয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মন্দ কাজের বিনিময়ে ভাল প্রতিদান দেয়া সর্বদাই বিশুদ্ধ খাঁটি কাজ এবং আমাদের নবী করিম (সঃ) চরিত্র ও এমনই বিশুদ্ধ খাঁটি ছিল।

আমরা যখন নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এবং তাঁর চরিত্রকে অনুকরণ করতে চাই তখন তাঁর চরিত্রের ওয়াতেমু আলতাইয়াম চরিত্রটি অনুকরণ করে আমরা খুব সাবধানতার সাথে প্যালেস্টাইনে যে নির্মানবিক

সংকট নেমে এসেছে তা আমরা অবলোকন করতে চেষ্টা করব। আজকে যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে প্যালেস্টাইনের মানবিক সংকটের শিকার জনগোষ্ঠিকে সাহায্যের নিমিত্তে সৃষ্ট আরএলএএফ নামক ফান্ডে অর্থ দান করতে অনুরোধ করা হল। এটাই হচ্ছে নবী (সঃ) এর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ এবং প্রমাণ, এবং এই কষ্ট ও চ্যালেঞ্জের দিনগুলিতে অন্যের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও অঙ্গীকারের সাক্ষী।

আশা করি আর্থিক সহায়তা , নৈতিক শিক্ষা এবং আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান, নামাজ, ক্বুনুত নাজিলাহ নিয়মিত পাঠ করা, সালাতুল হাজত নামাজ পরা ইত্যাদি বেশী করে চর্চা করার মধ্য দিয়ে আমরা এই দুঃখজনক ঘটনার কিছুটা ভার লাঘব করতে পারব।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যেন আমাদের এই প্যালেস্টাইন সমস্যার একটি সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত সমাধান এনে দেন এবং তিনি যেন আমাদের সিঙ্গাপুরের মুসলমান জনগোষ্ঠিকে সকল অবস্থাতে কল্যান, শান্তি ও করুণার বানী প্রচার করার ক্ষমতা নিশ্চিত করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.